ঠাকুরদা'র গল্প

BANGLADARSHAN.COM

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ঠাকুরদা'র গল্প॥

অনেক দিন আগের কথা।

একালে সে জিনিস শুনলে ভাববে গল্প কথা বুঝি, কিন্তু সেকালে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অন্যরকম, তখন ওরকম সম্ভব ছিল।

যাক আসল গল্পটা বলি:

আমার তখন বয়স কুড়ি-একুশ—একহারা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখি। খেতেও পারি খুব। ভোজসভার নাম-করা খাইয়ে ছিলেন সেকালে আমার পিতামহ তোমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বিষ্ণুররাম রায়, সারসার জমিদারবাড়ীতে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে পুরো খাওয়ার পর এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ধুতি চাদর আদায় করে এনেছিলেন। সকলে বলতো নিমাই বংশের নাম রাখবে। তাঁর ডাকনাম ছিল নিমাই।

আষাঢ় মাসের শেষ, ঘোর বর্ষা সেবার। বাবা তার আগের বছর মারা গিয়েছেন, সুতরাং বাইশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর আমন ধানের জমিতে ধান রোয়ার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। বড়দাদা কুসঙ্গে মিশে অল্পবয়সে গাঁজা ধরেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে যা হয়ে থাকে, গাঁজা খাওয়ার দলে তাঁরই সমবয়সী লোক ছিল অনেক, তারা কুপরামর্শ দিতে আমাদের পৈতৃক জমি ফাঁকি দিয়ে মৌরসী নেবার চেষ্টা করলে।

BANGLADARSHAN.COM

একদিন দাদা এসে বল্লেন—খালপারের জমিটা মৌরসী চাইচে একজন, বেশ মোটা সেলামী! দিবি? আমি দাদার নির্ববুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়—অথচ তাঁর বুদ্ধি এরকম। কে এমন সুপরামর্শ দিয়েচে কি জানি। বল্লাম—কত সেলামী দিচ্ছে?

—পনের টাকা বিঘে।

—জমিগুলো কিন্তু চিরদিনের মত হাতছাড়া হয়ে যাবে!

—তাতে কি? এখন সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে—

—আমার ওতে মত নেই দাদা।

এই থেকেই দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়ে গেল। তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মার সঙ্গে বলেন, তাঁর অংশের জমি তিনি আলাদা করে নেবেন, নিজের জমি যা খুশী করবেন, এতে কার কি বলবার আছে—ইত্যাদি।

আমরা চাষীবাসী গৃহস্থ। ধান ছাড়া অন্য দোষ নেই, জমি আর নেই, জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তি নেই। আষাঢ় মাস এল, ধান রোয়ার সময়। দাদা কিন্তু জমির দিকে একবারও গেলেন না, এক পয়সার সাহায্যও করলেন না।

আমি ভেবেচিন্তে মুস্তফাপুরের কাজী সাহেবদের বাড়ী গিয়ে হাজির হোলাম। মুস্তফাপুরের কাজীরা বেশ অবস্থাপন্ন, তবে বুড়ো কাজী সাহেব শুনেছিলেন খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ—কিন্তু আমার তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কাজী সাহেবের বাড়ী বেশ দোমহলা কোঠা, বাইরে লম্বা বৈঠকখানা। কাজী আবদুর রহমান বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে বল্লেন—কোথা থেকে আসা হচ্চে? তারপর আমার পরিচয় পেয়ে বল্লেন—ও, আপনি বিষ্ণুরাম রায়ের নাতি। তা কি মনে করে?

—আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হবে দয়া করে, বিশেষ দরকার। রোয়ার খরচ নেই কিছু হাতে।

—টাকা হবে না।

—কাজী সাহেব, না দিলে আমার কোনো উপায় নেই। এই তিন ক্রোশ রাস্তা রোদ্দুরে হেঁটে এসেচি, আমার দাদা মানুষ নন, তিনি কিছু দেখাশুনা করলে আজ এই কষ্ট হয় আমার! ধান রোয়া না হ'লে সারা বছর চালাবো কি করে বলুন!

কাজী সাহেব বল্লেন—আপনাকে একবার আহারাদি করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতখানি হেঁটে এসেচেন—এমন সময়, বাড়ী ফিরে যাবেন সে হবে না। আমাদের প্রজা আছে একঘর নাপিত, এই পাশেই বাড়ী তাদের, গোয়ালে রান্নাবান্না করুন, আমি জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিচ্চি। তারাই জলটল তুলে দেবে। নতুন হাঁড়ি কুমোর-বাড়ী থেকে আনিয়ে দিচ্চি। আহারাদি করে সুস্থ হোন, ও বেলা কথাবার্ত্তা হবে। স্নান সেরে আসুন দীঘি থেকে।

BANGLADARSHAN.COM

দিব্যি সরু চালের ভাত, কই মাছের ঝোল, গাওয়া ঘি, টাটকা দুধ, মর্ত্তমান কলা, আখের গুড়ের পাটালি ইত্যাদি দিয়ে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজনপর্ব্ব সমাধা হ'ল। কাজীসাহেবের আতিথ্যের ও সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম দুপুরের পর। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে বল্লেন, কত টাকা হ'লে জমি রোয়া হয়? কত বিঘে জমি? বল্লাম, এগারো।

হিসেব করে টাকা গুনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—না, যখন জমি ছাড়া ভরসা নেই তখন আমার পরামর্শ শুনুন। লাঙল গরু কিনুন, পরের লাঙলের ভরসার চাষ চলে না। হাতিয়ার না থাকলে কি লড়াই হয়?

আমি বল্লাম—টাকা কোথায় পাই বলুন। লাঙল গোরু করতে এখন অন্তত শ'খানেক টাকা দরকার।

—আচ্ছা যেদিন আপনি টাকা শোধ দিতে আসবেন, সেদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা যাবে, আজ নয়।

বাড়ী ফিরে আসতেই মা সব শুনে বল্লে—খুব ভদ্দর লোক তো ওরা। আমার দুগাছা বালা আছে, বাঁধা দিয়ে কাজী সাহেবের টাকা দিয়ে আয়।

আমি বল্লাম—বেশ কথা মা।

সেই টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে কাজী সাহেব গোরু কিনবার জন্যে আমায় একশো টাকা ধার দিলেন আর। আমায় বল্লেন—আজ তেত্রিশ বছর লোককে টাকা আর ধান কর্জ্জ দাদন দিয়ে আসচি, এই আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা। যে মহাজন খাতক চেনে না, সে মহাজন নয়। আপনি টাকা নিয়ে যান, দলিল দিতে হবে না।

এই ভাবে সেই আষাঢ় মাসে ধান রোয় আমিই নিজের চেষ্টায় শেষ করলাম। বাংলা ১২৮২ সাল। তখন সাড়ে তিন টাকায় উৎকৃষ্ট আমন চাল একমণ পাওয়া যায়, পাকি ওজনের গাওয়া ঘি এই গ্রামে বসেই বারো আনা সের কিনেচি। দুধ ষোল সের টাকায়। সে সব এখন বল্লে রূপকথা বলে মনে হবে।

গ্রামে পীতাম্বর ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের। গোরু কেনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামরশ করলাম। সে বল্লে—বাবাঠাকুর, গঙ্গাপারে একটা হাট আছে, সেখানে সস্তায় বলদ পাওয়া যায়। একবার আমি সেখান থেকে গোরু কিনে এনেছিলাম। চলুন সেখানে। আমিও যাবো।

মার সম্মতি নিয়ে পীতাম্বরের সঙ্গে হাঁটাপথে রওনা হলাম। সঙ্গে কাজী সাহেবের দেওয়া সেই একশো টাকা। গেঁজের মধ্যে কাঁচা টাকা নিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েচি পীতাম্বরের পরামর্শে। তখনকার আমলে রাস্তাঘাটে চোরডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল, নাম পীতাম্বরকে তুলসী গাছ ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন সে যেন আমাকে একা রেখে পথের মধ্যে কোনো দরকারেও কোথাও না যায়।

BANGLADARSHAN.COM

মা জানতেন না এই যাত্রার কি পরিণাম, কে-ই বা জানতো! আজও ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এমন একটা ঘটনা একদিন কি করে ঘটেছিল আমার বাইশ বৎসরের জীবনে।

চাঁদুড়ের গঙ্গাতীর আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ। বেলা দুটোর সময় খেয়ায় গঙ্গাপার গেলাম। পীতাম্বর বল্লে, বাবাঠাকুর, এখান থেকে কোশচারেক দূরে একখানা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদে স্বজাতির বাস আছে অনেক। সন্ধ্যে পর্যন্ত্য হাঁটতে পারবেন?

তখন আমার জোয়ান বয়েস। বল্লাম, খুব।

পীতাম্বর বল্লে—তবে চলুন বাবাঠাকুর।

সন্ধ্যার অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সে গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ষাট বছর আগের সে সব কথা আজও বেশ মনে আছে আমার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পীতাম্বর বাসার সন্ধানে কোথায় চলে গেল, আমি একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়েই আছি অন্ধকারে, পীতাম্বর আর ফেরে না। আধঘণ্টা পরে দেখি পীতাম্বর এসে ডাকচে, আছেন নাকি বাবাঠাকুর? চলুন—

তারপর একটা খড়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুল্লে। মনে হলো সেটা কোনো গৃহস্থের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপ হবে। একপাশে কতকগুলো বিচালি, অন্যদিকে ধানের বস্তা। একটা মাদুর পর্য্যন্ত পাতা নেই মাটির মেজেতে। তার ওপর অন্ধকার। আলো নেই। বাড়ীর লোকেরা এমন অভদ্র যে একবার খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না আমাদের।

পীতাম্বরকে বল্লাম—দেশলাই জ্বালি, একবার দেখে নিই সাপ-খোপ কোথাও আছে কিনা। এমন বাড়ীতেও নিয়ে এসেছ তুমি।

—বাবু, ও রাঢ় দেশ। বড় খারাপ জায়গা। বিদেশী মানুষকে জায়গা দেয় না। এরা বোধ হয় জানেও না যে আমরা বাইরের ঘরে আছি।

কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল দু'জনে। শাঁকমুড়ি বলে একটা বাজারে চিঁড়ে দই কিনে আমরা ফলার করলাম—আগের রাত্রে অনাহারে আছি, তার ওপর আমার জোয়ান বয়সের খিদে! আধসের করে চিঁড়ে আর আধসের দই, পোয়াটাকে গুড়ও এক ছড়া কলা এক একজনে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

পীতাম্বরকে মহৎ দোষ ছিল, তামাক খেতে বসলে সে হঠাৎ উঠতো না মুদীর দোকানে আহারান্তরে তামাক খেতে বসলো তো বসলোই। এদিকে বেলা পড়ে আসতে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মুদীর দোকানে পয়সা মিটিয়ে আমরা আবার পথ হাঁটি। বেলা যখন বেশ গড়িয়ে এসেচে, তখন উত্তর দিক থেকে খুব মেঘ করে এল। পীতাম্বর বল্লে—বাবাঠাকুর, আগে সিজে-ডুমুর দ' বলে গ্রাম। অনেক বামুনের বাস। কিন্তু জায়গাটাতে যাবো কিনা তাই ভাবচি—

BANGLADARSHAN.COM

—কেন?

—বিখ্যাত ডাকাতের জায়গা। বামুনরাই ডাকাত। গঙ্গা দিয়ে একসময় বিদেশী মাল বোঝাই নৌকো যাওয়ার উপায় ছিল না। আজকাল তেমনটা নেই—তবুও বাবাঠাকুর বিশ্বেস নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা।

—গ্রামের মধ্যে ঢোকা ভালো বাইরের মাঠে থাকার চেয়ে। মাঠের মধ্যেও ডাকাতি করে নিতে পারে তো? চলো কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নিই।

—কিন্তু বাবাঠাকুর, কোনো রকমে যেন জানতে দেবেন না যে আমাদের কাছে টাকা আছে; সিজে-ডুমুর দ' জায়গা ভালো না।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দু'দিনটি ব্রাহ্মণ-বাড়ী গেলাম—কিন্তু কেউ জায়গা দিল না। আমরা বাইরের রোয়াকে শুয়ে থাকতে চাইলাম—রাত্রে কিছু খাবো না বল্লাম, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে না।

অবশেষে একটা দেউড়িওয়ালা উঁচু পাঁচিল-তোলা পুরোনো আমলের কোঠাবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এখন কি করা যায়—একজন বৃদ্ধ হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমায় বল্লেন, কে?

—আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী এখানে নয়।

—এখানে কি মনে করে?

–বিদেশী লোক, রাত্রে একটু থাকবার জায়গা খুঁজচি।

–তোমরা?

–আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

–কি ব্রাহ্মণ। উপাধি কি?

–রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়।

বৃদ্ধ একবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বল্লে–এসো বাপু। সঙ্গে কেউ আছে? তাকেও ডাকো।

এভাবে আশ্রয় পেয়ে প্রথমটা খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম বটে কিন্তু পরে সদর দেউড়ি পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সেই পুরোনো আমলের বাড়ীর চেহারা দেখে কেমন ভয়-ভয় হ'ল। নির্জ্জন বাড়ীটায় কেউ যেন কোথাও নেই–এখানে যদি এরা টাকার জন্যে আমাদের খুন ক'রে পুঁতে রাখে, তবে লাস সনাক্ত করবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে গিয়ে দু'মহল পার হয়ে তৃতীয় মহলে ঢুকে নারীকণ্ঠের স্বর শুনে একটু ভরসা হ'ল। মেয়েদের সামনে খুনটা অন্তত করতে পারবে না। চটাওটা একটা খুব বড় রোয়াকের একপাশে বর্ষার জলে আগাছা রীতিমত বন হয়েচে। আমার ভয় হ'ল ওখানে নিশ্চয়ই সাপ লুকিয়ে থাকে। সেই রোয়াকে আমাদের বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো।

BANGLADARSHAN.COM

পীতাম্বর চাপা গলায় বল্লে–বাবাঠাকুর, এ কি-রকম জায়গা? চলো সরে পড়ি।

আমি ভরসা পেয়েচি মেয়েদের দেখে। বল্লাম–বনেদী গেরস্ত, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে এখন। কোনো ভয় নেই।

একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বল্লে–তোমার সঙ্গের লোকটি কি জাত? গোয়ালা? বেশ। ওকে এই পেছনের পুকুর থেকে এক ঘড়া জল আনতে হবে, তোমাদের হাত-পা ধোবার জন্যে। আমার বাড়ীতে লোকের অভাব।

আমি বল্লাম–যাও পীতাম্বর–

পীতাম্বর দেখি আমার চোখ টিপচে। আমি ধমক দিয়ে বল্লাম–যাও না–বসে কেন?

অগত্যা সে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলাম অতবড় বাড়ীর মধ্যে। পীতাম্বরের সন্দেহের অর্থ বুঝিনি এমন নির্ব্বোধ নই আমি। খুব সতর্ক হয়ে রইলাম–নিজের দশ হাতের মধ্যে কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দিচ্চিনে–কাউকে বিশ্বাস নেই এখানে। প্রসিদ্ধ ডাকাতের জায়গা সিজে-ডুমুর দ'।

বৃদ্ধ দেখি আবার আসছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে লুকোনো সড়কি নেই তো? উঠে দাঁড়ালে তবু ছুট দিতে পারবো।

বৃদ্ধ বল্লে—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল্লে?

—আজ্ঞে সনাতনপুর, নদে’ জেলা।

—বাপের নাম কি?

—ভুষণচন্দ্র রায়।

—কি কর? বয়স কত? ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ একটা আশ্চর্য্য প্রশ্নও করলে হঠাৎ। বল্লে—গায়ত্রী মন্ত্র বলো তো?

ব্যাপার কি? বৃদ্ধ পাগল-টাগল নয় তো? রাত্তিরটা কাটালে বাঁচি।

কি করি, আবৃত্তি করে গেলাম গায়ত্রী।

একটু পরে জল নিয়ে পীতাম্বর ফিরে এল, আমরা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। রাত্রের আহারাদিও শেষ হ’ল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টানা বারান্দার একপাশে একটা ঘরে বৃদ্ধ আমার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিলে।

BANGLADARSHAN.COM

বিছানায় সবে শুয়েচি, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীলোকটির রং বেশ ফর্সা, বয়স চল্লিশের কম নয়, হাতে মোটা সোনার বালা, পরনে রাঙাপাড় শাড়ী। আমার মায়ের বয়সী। দেখে আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম বিছানা থেকে।

তিনি বল্লেন—না না থাক, তুমি শোও। বড্ড কষ্ট করে এসেচ, কিছু খাওয়া তো হ’ল না—কিই বা ঘরে আছে?

এমন সময় আবার বৃদ্ধটি ঘরে ঢুকে এমন একটি কথা বল্লেন, যাতে আমি আবার ভাবলাম বৃদ্ধটির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন—কেমন, পছন্দ হয়?

স্ত্রীলোকটি বল্লে—সে কথা এখন কেন! বাছা ঘুমুক। চলো আমরা যাই এখন।

ওঁরা চলে গেলে আমি ভাবলাম, পীতাম্বরকে ডাক দেবো নাকি? কি ব্যাপার এঁদের? নরবলি-টলি দেবে না তো আমায়? পছন্দ কিসের হবে? রাত্রি বোধ হয় কাটলো না।

সকালে পীতাম্বরকে ডাক দিয়ে বল্লাম—চলো সকালেই বেরুনো যাক।

—তা যেমন আপনি বলেন বাবাঠাকুর। একটা কথা বলবো?

–কি?

–কাল আমি শোবার পরে সেই বুড়ো আমার কাছে গিয়ে অনেক খোঁজখবর নিলেন। আপনার বাড়ী কোথায়, কে আছে, অবস্থা কেমন, কিসে চলে–সে অনেক কথা। এ জায়গা ভাল নয়, এখুনি এখান থেকে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কাল রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ভালো হয় নি, আজ এখানে থাকতেই হবে। আমার সঙ্গে তাঁর নাকি একটা কথাও আছে।

–কি কথা?

–আহারাদি ক'রে নাও, ওবেলা হবে এখন সে সব–

বৃদ্ধকে যেন বড় ব্যস্ত বলে মনে হ'ল। বৃদ্ধ পিছন ফিরতেই পীতাম্বর আমায় এসে চুপি চুপি বল্লে–বাবাঠাকুর, বড় বিপদ।

–কি রে?

–এরা ডাকাত। সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়েচে। টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েচে। বাইরে যেতে দেবে না।

BANGLADARSHAN.COM

–সত্যি?

–দেখে আসুন নিজের চোখে সদর দেউড়িতে তালা লাগানো। কথাটি কিন্তু আমার মনে লাগলো না। রাত্রিতে অন্ধকারে এরা যে কাজ অনায়াসে শেষ করতে পারতো, তার জন্যে দিনমানে দেউড়ি বন্ধ করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা পাবে কেন? পীতাম্বর হাজার হোক গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয় না।

রাত্রের সেই স্ত্রীলোকটি একটু পরে এসে বল্লেন–বাবা, কুয়োর জল তুলে দিচ্চি। বেশ করে নেয়ে নাও। কিন্তু এবেলা কিছু খেয়ো না যেন!

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম–খাব না কেন মা?

এ নিশ্চয়ই নরবলি না হয়ে যায় না।

স্ত্রীলোকটি বল্লেন–মা বলে ডেকেচ তো? তা হ'লেই হয়ে গেল। কর্ত্তার কাছে সব শুনো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ এসে হাজির। বল্লেন–সোজা কথা বলি শোনো। আমার একটি নাতনী আছে, সেটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সুন্দরী মেয়ে–তোমাকে এখুনি দেখানো হচ্চে। কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার। মেয়ে কানা খোঁড়া নয়, দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে বলেই এ সম্বন্ধ স্থির করেছি।

আমার সামনে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় তত আশ্চর্য্য হ'তাম না। বিয়ে করতে হবে, সে কেমন কথা!

বল্লাম—সে কি! তা কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? তোমরা আমাদেরই পালটি ঘর। মেয়ে ভালো। তোমার অমতের কারণ কি? গহনাপত্র সবই দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে তা হয় না।

বৃদ্ধের মুখচোখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ ও রুক্ষস্বরে বলে উঠলো—তা হয় না? তা হ'তে হবে। আমি কে জানো? আমার নাম ঈশ্বর রায়। আমার নামে সিজে-ডুমুর দ' থেকে মগরার খাল পর্য্যন্ত লোকে থরথরি কাঁপতো একদিন। বিয়ে না করে এখান থেকে যাবার জো নেই তোমার। দেউড়িতে চাবি দেওয়া, ঘাড় ধরে বিয়ে দেওয়াবো, যদি সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠে। গোঁপদাড়ি ওঠেনি, ছোকরা কার সঙ্গে কি বলচো তোমার খেয়াল নেই?

আমি কাঠের পুতুলের মত রইলাম। বৃদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লে—যাও, জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং একটু পরে যখন মেয়েকে নিয়ে এলেন হাত ধরে, তখন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতই তার রূপ ফুটে উঠলো আমার মূঢ় চোখের সামনে। যেমনি গড়ন, তেমনি লম্বা, তেমনি রং। নামেও জগদ্ধাত্রী, রূপেও জগদ্ধাত্রী, ব্যবহারেও তাই।

BANGLADARSHAN.COM

এর পরে গল্প খুবই সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েই তোমাদের ঠাকুরমা জগদ্ধাত্রী দেবী। পুণ্যবতী, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে চলে গিয়েচে আজ কত কাল, তোমাদের বাপ তখন ছ'বছরের।

আর সেই ডাকাতের সর্দ্দার ঈশ্বর রায় ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর।

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা একবার শ্রোতাদের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তারা কেউ এটা বিশ্বাস করেচে।

তখন তামাকের নলটার একটা জোরে টান দিয়ে বল্লেন, আগেই তো বলেচি এটা সত্যি বলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, এটা সত্যি—বুড়ো বয়সে মিথ্যা কথা বলে নাতিদের ঠকিয়ে লাভ কি বলো!

॥সমাপ্ত॥